# পদ চল্লিশের গোপন ইতিহাস - সংখ্যা পনেরো

## দ্বিতীয় ধিক্কার — দ্বিতীয় অংশ

Jeff Pippenger

2026-06-11

সিস্টার হোয়াইট একাধিকবার নির্দেশ করেছেন যে নাসরতের সমাজগৃহে যিশু যিশাইয়ার যে অংশটি পাঠ করছিলেন, তা কেবল তাঁর কর্মই ঘোষণা করেনি, বরং আমাদের কর্মেরও প্রতিরূপ ছিল। সেই অভিষিক্ত কর্মের পরিপূর্ণ পরিপূরণ সম্পন্ন হয় তাদের দ্বারা, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা গঠন করে।

> প্রভু ঈশ্বরের আত্মা আমার উপরে আছেন; কারণ সদাপ্রভু নম্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের ক্ষত বেঁধে দিতে, বন্দীদের কাছে মুক্তি ঘোষণা করতে, এবং যারা আবদ্ধ তাদের জন্য কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করতে; সদাপ্রভুর অনুগ্রহের বর্ষ, এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করতে; শোকগ্রস্ত সকলকে সান্ত্বনা দিতে; সিয়োনে যারা শোক করে তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করতে যে, তিনি তাদের ভস্মের পরিবর্তে শোভা, শোকের পরিবর্তে আনন্দের তেল, এবং ক্লিষ্ট আত্মার পরিবর্তে প্রশংসার বস্ত্র দান করবেন; যাতে তারা ধার্মিকতার বৃক্ষ, সদাপ্রভুর রোপণরূপে পরিচিত হয়, যেন তিনি মহিমান্বিত হন। আর তারা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি পুনর্নির্মাণ করবে, পূর্বকার উজাড়স্থানগুলি পুনরুত্থিত করবে, এবং বহু পুরুষের পরম্পরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলি মেরামত করবে। বিদেশীরা দাঁড়িয়ে তোমাদের পাল চরাবে, এবং পরদেশীদের পুত্রেরা তোমাদের চাষী ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র-পরিচর্যাকারী হবে। কিন্তু তোমরা সদাপ্রভুর যাজক নামে পরিচিত হবে; লোকেরা তোমাদের আমাদের ঈশ্বরের পরিচারক বলবে; তোমরা জাতিসমূহের ঐশ্বর্য ভোগ করবে, এবং তাদের মহিমায় নিজেদের গৌরব করবে। তোমাদের লজ্জার পরিবর্তে তোমরা দ্বিগুণ অংশ পাবে; এবং অপমানের পরিবর্তে তারা নিজেদের অংশে আনন্দ করবে; অতএব নিজেদের দেশে তারা দ্বিগুণ অধিকার ভোগ করবে; চিরস্থায়ী আনন্দ তাদের হবে। যিশাইয় ৬১:১–৭।

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আমরা “ঘণ্টা, মাস, দিন ও বছর”—এই চারটি উপাদানকে শনাক্ত করতে শুরু করেছিলাম, যা মিলে তিনশ একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সময়-ভাববাণী গঠিত হয়েছে। সময় আর নেই; অতএব, সময়ের এই চারটি অভিব্যক্তি অন্তিমকালে প্রতীকীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যখন প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ভাববাণীমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ তৃতীয় সর্বনাশে পুনরাবৃত্ত হয়। “বছর” হলো “প্রভুর মনোনীত অনুগ্রহের বর্ষ,” এবং তা একই সঙ্গে “আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন”ও বটে।

“দিবস” হলো “বিপর্যয়ের দিন,” প্রতিফলদানের ও প্রতিশোধের দিন, যেমনটি মোশি দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।

> প্রতিশোধ ও প্রতিফল আমারই; যথাসময়ে তাদের পা পিছলাবে; কারণ তাদের বিপদের দিন সন্নিকটে, এবং যা তাদের ওপর আসবে তা দ্রুত এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৩৫।

যিশাইয়াতে এটিকে “অনুগ্রহের বর্ষ” এবং “প্রতিশোধের দিন” বলা হয়েছে, আর প্রতিশোধের দিনটি হলো মূসার “বিপদের দিন,” যখন লাওদিকিয়ের পা পিছলে যায়, কারণ তারা প্রতিফল ও প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মহাভূমিকম্পের ঘণ্টা, বিপদের দিন, অনুগ্রহের বর্ষ,

এবং প্রথম মাস—এসবই রবিবার-আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যোয়েলে “মাস” শব্দটি একটি সংযোজিত শব্দ, কিন্তু সেই সংযোজিত শব্দটি সঠিক। অনুবাদকরা “মাস” শব্দটি যোগ করেছিলেন এই সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে, পরবর্তী বৃষ্টি প্রথম মাসেই এসেছিল।

> অতএব, হে সিয়োনের সন্তানগণ, আনন্দ কর এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে উল্লাস কর; কারণ তিনি তোমাদের জন্য পূর্ববৃষ্টি পরিমিতভাবে দান করেছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য বর্ষণ করবেন বৃষ্টি, পূর্ববৃষ্টি ও পরবৃষ্টি, প্রথম মাসে। যোয়েল ২:২৩।

“মাস” শব্দটি একটি ব্যাখ্যা; এটি মূল অনুপ্রাণিত পাঠ্যের অংশ নয়। হিব্রু ভাষায় কেবল বলা হয়েছে যে বৃষ্টি আসবে “প্রথমে” বা “প্রথমের ন্যায়”—অর্থাৎ, ঈশ্বর যথাযথ ঋতুতে, ঠিক পূর্বকালের মতোই, বৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করবেন। পরবর্তী দিনের শেষে বৃষ্টিকে বর্ণনা করার জন্য সিস্টার হোয়াইট বারবার ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের মিলারীয় আন্দোলনকে পেন্টেকস্টের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করেন। শেষে বৃষ্টি আসে “প্রথমের ন্যায়,” আর সেই “প্রথম” ছিল পেন্টেকস্ট, যাকে সিস্টার হোয়াইট বারবার রবিবার-আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উপস্থাপন করেন।

> “যে স্বর্গদূত তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ঘোষণায় তার সঙ্গে যুক্ত হয়, সে তার মহিমা দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করবে। এখানে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং অভূতপূর্ব শক্তিসম্পন্ন এক কর্মের পূর্ববাণী করা হয়েছে। ১৮৪০–৪৪ সালের আগমন আন্দোলন ছিল ঈশ্বরের শক্তির এক মহিমান্বিত প্রকাশ; প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা বিশ্বের প্রত্যেক মিশনারি কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, এবং কিছু দেশে এমন গভীরতম ধর্মীয় আগ্রহ দেখা গিয়েছিল, যা ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারের পর থেকে কোনো দেশেই প্রত্যক্ষ করা যায়নি; কিন্তু তৃতীয় স্বর্গদূতের শেষ সতর্কবাণীর অধীনে যে পরাক্রমশালী আন্দোলন হবে, তা এগুলোকেও অতিক্রম করবে।”

> “এই কার্যটি পেন্টেকস্ট দিবসের কার্যকলাপের অনুরূপ হবে। সুসমাচারের সূচনাকালে পবিত্র আত্মার বর্ষণে যেমন ‘প্রথম বৃষ্টি’ দান করা হয়েছিল, মূল্যবান বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটানোর জন্য, তেমনি এর সমাপ্তিকালে শস্য পাকার জন্য ‘শেষ বৃষ্টি’ দান করা হবে। ‘তখন আমরা জানিব, যদি আমরা সদাপ্রভুকে জানিতে অনুবর্তী হই; তাহার উদয় প্রভাতের ন্যায় নিশ্চিত; এবং তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায়, পৃথিবীর উপর বর্ষিত শেষ বৃষ্টি ও প্রথম বৃষ্টির ন্যায় আগমন করিবেন।’ হোশেয় ৬:৩। ‘অতএব, হে সিয়োনের সন্তানগণ, আনন্দ কর, এবং তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে উল্লাস কর; কারণ তিনি তোমাদিগকে পরিমিতরূপে প্রথম বৃষ্টি দিয়াছেন, এবং তিনি তোমাদের জন্য বর্ষণ করাইবেন বৃষ্টি, প্রথম বৃষ্টি ও শেষ বৃষ্টি।’ যোয়েল ২:২৩। ‘শেষ কালে, ঈশ্বর বলেন, আমি আমার আত্মা সকল মাংসের উপর ঢালিয়া দিব।’ ‘আর এমন হইবে যে, যে কেহ প্রভুর নাম ডাকিবে, সে পরিত্রাণ পাইবে।’ প্রেরিত ২:১৭, ২১।”

> “সুসমাচারের মহৎ কার্য সমাপ্ত হবে না ঈশ্বরের শক্তির সেই প্রকাশের তুলনায় কম কোনো প্রকাশের মাধ্যমে, যা এর সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। সুসমাচারের সূচনাকালে পূর্ববর্তী বৃষ্টির বর্ষণে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পরিপূর্ণ হয়েছিল, সেগুলোই এর সমাপ্তিকালে পরবর্তী বৃষ্টিতে পুনরায় পরিপূর্ণ হবে। এখানে রয়েছে ‘শীতলতার কালসমূহ’, যার প্রতীক্ষায় প্রেরিত পিতর অগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন: ‘অতএব মন ফিরাও ও পরিবর্তিত হও, যাতে তোমাদের পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যখন প্রভুর সান্নিধ্য হইতে শীতলতার কালসমূহ আসিবে; এবং তিনি যীশুকে প্রেরণ

করিবেন।’ প্রেরিত ৩:১৯, ২০।” মহাসংঘর্ষ, ৬১১।

পেন্টেকস্ট ছিল সুসমাচারের কাজের “উদ্বোধন” বা “আরম্ভ,” এবং “সমাপ্তিতে” পরবর্তী বৃষ্টি হলো “সমাপন।” প্রথমটি শেষেরটির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম মাস রবিবার-আইনের সময় পবিত্র আত্মার বর্ষণকে শনাক্ত করছে।

> “আমাদের মধ্যে একজনও কখনও ঈশ্বরের মোহর গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না আমাদের চরিত্রে একটি দাগ বা কলঙ্কও অবশিষ্ট থাকে। আমাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা, এবং আত্মার মন্দিরকে প্রত্যেক অপবিত্রতা থেকে শুচি করা—এ কাজ আমাদেরই ওপর ন্যস্ত। তখন পরবৃষ্টি আমাদের ওপর পতিত হবে, যেমন পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিতদের ওপর আগবৃষ্টি পতিত হয়েছিল। …”

> “ভ্রাতৃগণ, প্রস্তুতির এই মহান কর্মে তোমরা কী করছ? যারা জগতের সঙ্গে একত্রিত হচ্ছে, তারা জাগতিক ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং পশুর চিহ্নের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। যারা আত্মবিশ্বাসহীন, যারা ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নত করছে এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রাণকে পবিত্র করছে, তারাই স্বর্গীয় ছাঁচ গ্রহণ করছে এবং তাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যখন আদেশ জারি হবে এবং সেই ছাপ আরোপিত হবে, তখন তাদের চরিত্র অনন্তকালের জন্য নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক থাকবে।” Testimonies, volume 5, 214, 216.

প্রথম “মাস” হলো রবিবার-বিধান, মহাভূমিকম্পের “ঘণ্টা” হলো রবিবার-বিধান, দুর্যোগ, প্রতিফল ও প্রতিশোধের “দিন” হলো রবিবার-বিধান, এবং অনুকূল “বছর” হলো রবিবার-বিধান। প্রথম সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণীর একশত পঞ্চাশ বছর রবিবার-বিধানে সমাপ্ত হয়, যেখানে তিনশত একানব্বই বছর ও পনেরো দিনের সূচনা ঘটে।

> যার কাছে তূর্য ছিল সেই ষষ্ঠ দূতকে বলা হল, “মহানদী ইউফ্রেটিসে আবদ্ধ চার দূতকে মুক্ত কর।” আর সেই চার দূতকে মুক্ত করা হল, যারা এক ঘন্টা, এক দিন, এক মাস, ও এক বছরের জন্য প্রস্তুত ছিল, যেন তারা মানুষের তৃতীয়াংশকে বধ করে। প্রকাশিত বাক্য ৯:১৪, ১৫।

“মহানদী ইউফ্রেটিসে” “বাঁধা” যে “চার দূত” ছিল, রবিবার-আইনের সময়ে তারা “মুক্ত” করা হয়। দ্বিতীয় সর্বনাশের সেই ক্ষণ, দিন, মাস ও বছরের জন্য মানুষদের এক-তৃতীয়াংশকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তারা ভাববাণীমূলকভাবে “প্রস্তুত” করা হয়েছে। রবিবার-আইনের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলীয় ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যরূপে নিহিত হয়, এবং রবিবার-আইনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ত্রিবিধ-সংঘের এক-তৃতীয়াংশই হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় সর্বনাশ তৃতীয় সর্বনাশে পুনরাবৃত্ত হয়, যেমন দ্বিতীয় দূতের বার্তা তৃতীয় দূতের বার্তায় পুনরাবৃত্ত হয়।

সেই চার বায়ু ৯/১১-এ মুক্ত করা হয়েছিল, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের কার্য আরম্ভের চিহ্ন বহন করে, এবং তার অব্যবহিত পরেই তা সংযত করা হয়। যিশাইয় একষট্টিতে যাঁদের শোককারীদেরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যখন তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করেন, তখন রবিবারের আইনের সময় সান্ত্বনাদাতার পূর্ণ বর্ষণের মাধ্যমে তাঁরা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন, যা একই সঙ্গে মহাভূমিকম্পের “ঘণ্টা”ও বটে। অনুগ্রহের বছরে যারা শোক করে, তারাই সেই একই ব্যক্তি যারা যিহিষ্কেলে নয়-এ শোক করছে এবং যারা ঈশ্বরের সীল গ্রহণ করে। যীশু যিশাইয় একষট্টি উদ্ধৃত করে তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন, এবং সিস্টার হোয়াইট তাঁর এই ঘোষণা আমাদের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে নির্দেশ করেন।

> “খ্রিস্ট জগতের কাছে তাঁর মিশন ঘোষণা করছিলেন, যখন তিনি নাসরত-এর সমাজগৃহে যিশাইয়ের ভাববাণী থেকে পাঠ করছিলেন: ‘প্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ তিনি দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমাকে অভিষিক্ত করেছেন; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের সুস্থ করতে, বন্দীদের কাছে মুক্তির ঘোষণা করতে, এবং অন্ধদের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার কথা প্রচার করতে, পীড়িতদের স্বাধীনতায় মুক্ত করতে, প্রভুর অনুকূল বর্ষ ঘোষণা করতে।’ তাঁর সম্মুখে কী মহান কাজই না ছিল!—প্রভুর অনুকূল বর্ষ ঘোষণা করা। এই কালপর্ব যুগের পর যুগকে অন্তর্ভুক্ত করে, শতাব্দী থেকে শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যতদিন অনুগ্রহের সময় স্থায়ী থাকবে। ঈশ্বর প্রার্থনা ও কড়া নাড়ার শব্দ শুনবার জন্য অপেক্ষা করছেন; দেখছেন, মানবজাতি তাঁর নিকটে আসে কি না, যিনি একমাত্র আমাদের সাহায্য করতে পারেন। তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করতে, তাদের আপনজনরূপে গ্রহণ করতে ব্যাকুল। যে কোনো অনুতপ্ত প্রাণ তাঁর কাছে আসে, তাঁকে তিনি গ্রহণ করবেন; কারণ এই কাজ সম্পন্ন করার জন্যই ঈশ্বর তাঁর একমাত্রজাত পুত্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন।”

> “কিন্তু কেন খ্রিষ্ট যিশাইয়াতে লিপিবদ্ধ উক্তিটি সম্পূর্ণ করলেন না? কেন তিনি এই বাক্যাংশটি, ‘এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন,’ বর্জন করলেন? এই বাক্যের পরবর্তী অংশটি প্রথম অংশের মতোই সত্য ছিল; এবং খ্রিষ্ট তাঁর নীরবতার দ্বারা, তাঁর মনোনীত ভাববাদীকে প্রদত্ত তাঁর নিজস্ব বাক্যের একটি অংশ স্থগিত রাখার দ্বারা, সেই সত্য অস্বীকার করেননি। কিন্তু এই শেষ বাক্যাংশটিই ছিল সেই বিষয়, যার উপর তাঁর শ্রোতারা আনন্দের সঙ্গে স্থির থাকত, এবং যা তারা কার্যত অনুশীলন করতে প্রবণ ছিল, নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সকলের বিরুদ্ধে বিচার ঘোষণা করত। মানুষকে সত্য, ধার্মিকতা এবং ক্ষমার বাক্য দেওয়ার পরিবর্তে, তারা তাদের এই শিক্ষা দিয়েছিল যে ঈশ্বর সমস্ত অজাতীয় জগতকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের পিতৃসুলভ চরিত্রকে বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল, এবং মানবীয় ঐতিহ্যের নীচে চাপা পড়েছিল। Signs of the Times, January 14, 1897.”

> “এই যুগে ঈশ্বরের জনগণের মিশন সেই অনুপ্রাণিত বাণীর মধ্যে রূপরেখায় বর্ণিত হয়েছে, যা মশীহের কার্য বর্ণনা করে: ‘প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন; কারণ সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন নম্রদের নিকটে সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ভগ্নহৃদয়দের আরোগ্য করতে, বন্দীদের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধদের জন্য কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য; সদাপ্রভুর অনুগ্রহের বর্ষ এবং আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিবস ঘোষণা করতে; সকল শোককারীদের সান্ত্বনা দিতে, সিয়োনে শোককারীদের জন্য বিধান করতে, তাদেরকে ভস্মের পরিবর্তে শোভা, শোকের পরিবর্তে আনন্দ-তেল, এবং বিষণ্ন চিত্তের পরিবর্তে প্রশংসার বস্ত্র দান করতে; যেন তারা ধার্মিকতার বৃক্ষ নামে পরিচিত হয়, সদাপ্রভুর রোপণস্বরূপ, যাতে তিনি মহিমান্বিত হন।’”

> “‘আর তারা প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি পুনর্নির্মাণ করবে, তারা পূর্বকালীন বিরানস্থানগুলি পুনরুত্থিত করবে, এবং তারা জনশূন্য নগরীগুলিকে, বহু প্রজন্মের ধ্বংসাবশেষগুলিকে, মেরামত করবে।’” Lake Union Herald, November 11, 1908.

তৃতীয় বিপদের মধ্যে দ্বিতীয় বিপদের পুনরাবৃত্তি বিষয়ে আমরা আরও অগ্রসর হওয়ার আগে, আমাদের নিজেদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে এই বার্তাটি “লাইন উপর লাইন” প্রয়োগ করে বুঝতে হবে। এটি নির্দেশ করে যে অনুপ্রাণিত বাক্যে উল্লিখিত প্রতিটি “ঘণ্টা,” “দিন,” “মাস” এবং “বছর,” যা রোববারের আইন-সংক্রান্ত প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ,

তা রোববারের আইনের বিরুদ্ধে ইসলামের আঘাত হানার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ: “hour” শব্দটি পুরাতন নিয়মের মাত্র একটি গ্রন্থেই পাওয়া যায়, আর সেই গ্রন্থটি হলো দানিয়েলের গ্রন্থ। দানিয়েলের গ্রন্থে “hour” পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে।

> আর যে কেউ নত হয়ে উপাসনা না করবে, তাকে সেই মুহূর্তেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। … এখন যদি তোমরা প্রস্তুত থাক যে, যে সময়ে তোমরা শিঙা, বাঁশি, বীণা, স্যাকবুট, গীতযন্ত্র, ডালসিমার এবং সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনবে, তখন নত হয়ে সেই মূর্তিটিকে উপাসনা করবে যা আমি নির্মাণ করেছি, তবে ভালো; কিন্তু যদি তোমরা উপাসনা না কর, তবে তোমাদের সেই মুহূর্তেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে; আর সে কোন ঈশ্বর, যে তোমাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে? দানিয়েল ৩:৬, ১৫।

সিস্টার হোয়াইট বারংবার দানিয়েল ৩ অধ্যায়, এবং সেইজন্য “the same hour”-কেও, রবিবার-আইনের প্রতি প্রয়োগ করেন। দানিয়েল ৪ অধ্যায়ে, নেবূখদ্নেজ্জেসরের ওপর আগত বিচার ব্যাখ্যা করতে সংগ্রাম করার সময় দানিয়েল “one hour” ধরে বিমূঢ় ছিলেন।

> তখন দানিয়েল, যার নাম বেল্তেশৎসর ছিল, প্রায় এক ঘণ্টা স্তব্ধ হয়ে রইলেন, এবং তাঁর চিন্তাসকল তাঁকে বিচলিত করল। রাজা বললেন, “হে বেল্তেশৎসর, স্বপ্ন বা তার ব্যাখ্যা যেন তোমাকে বিচলিত না করে।” বেল্তেশৎসর উত্তর দিয়ে বললেন, “হে আমার প্রভু, এই স্বপ্ন তোমার বিদ্বেষীদের জন্য হোক, এবং এর ব্যাখ্যা তোমার শত্রুদের জন্য হোক।” দানিয়েল ৪:১৯।

দানিয়েল “এক ঘণ্টা” ধরে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন, যখন তিনি এই বিষয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন যে, নেবূখদ্নিৎসরকে তার আসন্ন বিচার সম্বন্ধে কীভাবে অবহিত করবেন। দানিয়েল প্রথম দূতের সেই বার্তাবাহককে প্রতিনিধিত্ব করছেন, যিনি ঘোষণা করেন যে বিচারের “ঘণ্টা” এসে গেছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নেবূখদ্নিৎসরকে দেওয়া হয়, এবং এক বছর পরে বাবিলের উপর যে বিচার নির্ধারিত ছিল, তা নেবূখদ্নিৎসরের উপর কার্যকর করা হয়।

> সেই একই ক্ষণে নেবূখদ্নেজরের ওপর সেই বিষয়টি পূর্ণ হলো; এবং সে মানুষের মধ্য থেকে তাড়িত হলো, এবং বলদের ন্যায় ঘাস খেতে লাগল, এবং তার দেহ আকাশের শিশিরে ভিজে গেল, যতক্ষণ না তার চুল ঈগলের পালকের ন্যায় বড় হয়ে উঠল, এবং তার নখ পাখির নখের ন্যায় হলো। দানিয়েল 4:33।

দানিয়েল অদূরবর্তী রবিবার-আইনের ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, এবং যখন তা উপস্থিত হবে, তখন সেটিই ব্যাবিলনের উপরে বিচারের “ঘণ্টা”। উভয় “ঘণ্টা”-ই রবিবার-আইনকে শনাক্ত করছে, যা মহাভূমিকম্পের ঘণ্টা। নবূখদ্নৎসর ব্যাবিলনের কাহিনির আলফা, আর বেলশৎসর তার ওমেগা; এবং সেই রাত্রিতেই বেলশৎসর নিহত হয়, যে রাত্রে সেই হাতের লেখা প্রাচীরে প্রকাশিত হয়েছিল।

> সেই একই ক্ষণে একজন মানুষের হাতের আঙুলসমূহ বের হয়ে এসে রাজার প্রাসাদের প্রাচীরের চুনকাম করা অংশে, প্রদীপাধারের সম্মুখে, লিখিল; এবং রাজা সেই হাতের যে অংশ লিখিছিল, তা দেখলেন। দানিয়েল ৫:৫।

“সেই একই ঘণ্টায়” প্রাচীরের উপর লিখন উপস্থিত হওয়া নির্দেশ করে, কখন লিখিত রবিবার-আইন রবিবার-আইনের সময় গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছেদের “প্রাচীর” ধ্বংস করে, এবং

তখনই বাবিলনের অবসান ঘটে, যেমন বাইবেলের ভাববাণীর ষষ্ঠ রাজ্যরূপে যুক্তরাষ্ট্রেরও অবসান ঘটে। ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্র সেই শক্তি যে যিশাইয় তেইশে প্রতীকী সত্তর বছর রাজত্ব করে, যখন তূরের বেশ্যাকে বিস্মৃত করা হয়। যিশাইয় যে রাজ্য বা রাজাকে নির্দেশ করেন, তা হলো সত্তর বছরের দিনসমূহ; এবং যে রাজ্য বাইবেলের ভাববাণীতে সত্তর বছর রাজত্ব করেছিল, তা ছিল বাবিলন। বেলশৎসরের বাবিলনের পতন, রবিবার-আইনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের পতনের প্রতিরূপ; সেখানে প্রাচীরের উপর লিখন প্রকাশিত হওয়া, প্রকাশিতবাক্য তেরো অধ্যায়ে অজগরের ন্যায় কথা বলার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ে বাবিলনের উপর বিচার শুরু হয় রবিবারের আইন প্রণয়নের সময়, চতুর্থ পদে, যখন দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর নির্দেশ করে যে তার বিচার এক ঘণ্টায় এবং একই সঙ্গে এক দিনেও আসে।

> আর আমি স্বর্গ থেকে আর-একটি কণ্ঠস্বর শুনিলাম, যাহা বলিতেছিল, হে আমার প্রজা, তোমরা তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আস, যেন তোমরা তাহার পাপসমূহের অংশীদার না হও, এবং যেন তোমরা তাহার মহামারীগুলির অংশ না পাও। কারণ তাহার পাপ আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং ঈশ্বর তাহার অধর্মসমূহ স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ প্রতিফল দিয়াছে, তোমরাও তাহাকে সেইরূপ প্রতিফল দাও; তাহার কর্ম অনুসারে তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া দ্বিগুণ দাও; যে পানপাত্র সে পূর্ণ করিয়াছে, তাহার জন্য সেই পানপাত্রে দ্বিগুণ পূর্ণ কর। সে যত নিজেকে মহিমান্বিত করিয়াছে এবং বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে, তাহাকে তত যন্ত্রণা ও শোক দাও; কারণ সে আপন হৃদয়ে বলে, আমি রাণীর আসনে বসিয়া আছি, আমি বিধবা নহি, এবং কখনও শোক দেখিব না। অতএব এক দিবসেই তাহার মহামারীগুলি উপস্থিত হইবে—মৃত্যু, শোক, ও দুর্ভিক্ষ; এবং সে অগ্নিতে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইবে; কারণ যিনি তাহার বিচার করেন, সেই প্রভু ঈশ্বর পরাক্রমশালী। আর পৃথিবীর রাজাগণ, যাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে এবং বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে, তাহার দহনধূম দেখিয়া তাহার জন্য ক্রন্দন করিবে ও বিলাপ করিবে; তাহার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াইয়া বলিবে, হায়, হায়, সেই মহানগর বাবিল, সেই পরাক্রমশালী নগর! কারণ এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার বিচার উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশিত বাক্য 18:4–10.

স্পষ্টতই, বাবিলনের ওপর ক্রমবর্ধমান বিচার ৪র্থ পদের রবিবার-আইন থেকে শুরু হয়, যখন ঈশ্বরের অন্য পালকে বাবিলন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়। যোহন তার বিচারের সময়কে একদিকে “দিন” এবং অন্যদিকে “ঘণ্টা” বলে চিহ্নিত করেছেন, যা নিশ্চিত করে যে সময়-সংক্রান্ত প্রতীকগুলোকে প্রতীকীভাবেই বুঝতে হবে।

নিস্তারপর্ব প্রথম মাসে পালন করা হতো, এবং নিস্তারপর্ব ক্রুশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা আবার রবিবার-আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

> আর সদাপ্রভু মিসর দেশে মোশি ও হারোণকে বলিলেন, এই মাস তোমাদের কাছে মাসসমূহের আরম্ভ হইবে; ইহাই তোমাদের জন্য বৎসরের প্রথম মাস হইবে। তোমরা ইস্রায়েলের সমুদয় মণ্ডলীকে বল, এই মাসের দশম দিনে তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন পিতৃকুল অনুসারে একটি মেষশাবক লইবে, এক একটি পরিবারের জন্য এক একটি মেষশাবক। আর যদি কোনো পরিবার সেই মেষশাবকের পক্ষে অল্পসংখ্যক হয়, তবে সে ও তাহার গৃহের নিকটবর্তী প্রতিবেশী, প্রাণীর সংখ্যামতে, তাহা লইবে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ভোজনক্ষমতা অনুসারে সেই মেষশাবকের জন্য গণনা করিবে। তোমাদের মেষশাবক নির্দোষ হইবে, এক বৎসরের পুরুষ; তোমরা তাহা ভেড়া হইতে

> অথবা ছাগল হইতে লইবে। আর তোমরা সেই একই মাসের চতুর্দশ দিন পর্যন্ত তাহাকে রক্ষা করিয়া রাখিবে; পরে ইস্রায়েলের মণ্ডলীর সমুদয় সমাবেশে সন্ধ্যাকালে তাহাকে বধ করিবে। যাত্রাপুস্তক ১২:১–৬।

নিস্তারপর্ব ছিল পেন্টেকোস্তীয় ঋতুর সূচনা, এবং সেই কারণে এটি পেন্টেকোস্তের প্রতিরূপ; আর পেন্টেকোস্ত, তার পরিণামে, রবিবার-আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আবাস-তাঁবু প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থাপন করা হয়েছিল; অতএব এটি রবিবার-আইনের সময় বিজয়ী মণ্ডলীকে একটি পিতাকাচিহ্নিরূপে উত্থাপিত হওয়ার প্রতিরূপ। দ্বিতীয় সর্বনাশের "ঘণ্টা," "দিন," "মাস," এবং "বৎসর" রবিবার-আইনকে শনাক্ত করে, এবং পংক্তির উপর পংক্তি অনুসারে সেই সময়-সংক্রান্ত প্রতিটি অভিব্যক্তিই, যখন প্রেক্ষাপট সম্মত হয়, রবিবার-আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রবিবার-আইনের সময়ে পাপীয় নির্যাতনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়; প্রথমটি ছিল ১,২৬০ বৎসর, যা সেই সময়ের শহীদদের পঞ্চম মোহরে "আর কতকাল" এই প্রশ্নসহ প্রভুর কাছে আর্তনাদ করতে প্রবৃত্ত করেছিল, যতক্ষণ না পাপীয় ক্ষমতার বিচার হতো। দ্বিতীয় পাপীয় রক্তস্নানে যীশু তাঁর প্রজাদের অবহিত করেছেন যে, নির্যাতিত হলে তারা কী বলবে সে বিষয়ে তাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

> কিন্তু যখন তারা তোমাদের নিয়ে যাবে এবং সমর্পণ করবে, তখন কী বলবে সে বিষয়ে পূর্বেই চিন্তা করো না, এবং আগাম মনস্থও করো না; বরং সেই সময়ে তোমাদের যা দেওয়া হবে, তাই বলো; কারণ কথা বলছ তোমরা নও, বরং পবিত্র আত্মা। মার্ক ১৩:১১।

প্রথম হায়ে মানুষ একশত পঞ্চাশ বছর ধরে যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। সেই বছরগুলি শুরু হয়েছিল ২৭ জুলাই, ১২৯৯-এ এবং শেষে হয়েছিল ২৭ জুলাই, ১৪৪৯-এ, যখন চার স্বর্গদূত সেই চার বায়ু মুক্ত করল, যা ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, যাতে মানুষের এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করা যায়। যন্ত্রণার এই সময়কাল যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তি স্থাপনের সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সময়কাল হলো লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ে তূর্যধ্বনির উৎসব থেকে পেন্টেকেস্ট পর্যন্ত যে পনেরো দিন দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, তা। পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের সময়কাল 9/11 থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত, কিন্তু মধ্যরাত্রির ক্রন্দনের বার্তা ঘোষণার সময়কাল 9/11 থেকে রবিবার-আইন পর্যন্ত পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের একটি ফ্র্যাক্টাল।

সীলমোহর প্রদানের সূচনা ও সমাপ্তি পশুর প্রতিমূর্তি গঠনেরও আলফা ও ওমেগা। এক শ্রেণি ঈশ্বরের সীলমোহরের জন্য চরিত্র গঠন করছে; অন্য শ্রেণি পশুর প্রতিমূর্তি গঠন করছে। যুক্তরাষ্ট্রে সেই সময়কাল বিশ্বের একই সময়কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা রবিবার-আইন থেকে শুরু হয়। "মাস" হল সেই যন্ত্রণার একটি প্রতীক, যা প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে বাধ্য করে; অতএব, রবিবার-আইনের সময়কার সেই মাস, যেমন প্রকাশিতবাক্য নয়ের পনেরোতম পদে উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনি বিশ্বের মধ্যে পশুর প্রতিমূর্তি স্থাপনের সময়কার ইসলামী যন্ত্রণাকেও প্রতিনিধিত্ব করে।

দ্বিতীয় সর্বনাশের ভাববাণী, এবং তার ঘণ্টা, দিন, মাস ও বছর কীভাবে রবিবার আইনকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানার জন্য ইসলামের মুক্তি-প্রাপ্তিকে উপস্থাপন করে—এর আরও অন্যান্য ভাববাণীমূলক প্রয়োগ রয়েছে; কিন্তু আমাদের এখন অন্য বিষয়গুলোর দিকে অগ্রসর হতে হবে।

সাম্প্রতিক সময়ে, গত প্রায় ছয় মাস ধরে আমি এই বিষয়টির ওপর জোর দিয়ে আসছি যে, তিনটি সর্বনাশের ইসলাম ভাববাণীমূলকভাবে তিন স্বর্গদূতের সঙ্গে সংযুক্ত। যাকোবের

অন্তিম-দিবসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে, যেখানে যিহূদাকে সেই "দ্রাক্ষালতা" বলা হয়েছে যা "গর্দভের" সঙ্গে আবদ্ধ, থেকে শুরু করে খ্রীষ্টের বিজয়ময় প্রবেশের পূর্বে গর্দভটিকে মুক্ত করা পর্যন্ত, এবং অন্যান্য ধারাবাহিক সাক্ষ্য অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বনাশের ইসলাম সেই ভাববাণীমূলক বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে যা প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাসমূহকে শক্তি দান করেছিল, আর তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম তৃতীয় স্বর্গদূতের ভাববাণীমূলক বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে।

সম্প্রতি এ. টি. জোন্স রচিত একটি গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেখানে একই সত্যটি চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। জোন্স ব্যাকরণ ও প্রকাশিত বাক্যের গঠন ব্যবহার করে দেখান যে, শেষ তিনটি দুর্দশার তূরীকে তিন দূতের বার্তা থেকে পৃথক করা অসম্ভব। তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দেন যে, প্রথম দূতকে দ্বিতীয় থেকে পৃথক করা যায় না, এবং তৃতীয়কেও তার পূর্ববর্তী দুইজন থেকে পৃথক করা যায় না। জোন্সের মনোনিবেশ তিন দূতকে কেন্দ্র করে, এবং তিন দূতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিষয়ে তিনি যখন তাঁর যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই একই যুক্তির দ্বারাই তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রকাশিত বাক্য নয় অধ্যায়ের তূরীগুলোকেও প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূত থেকে পৃথক করা যায় না। আমরা জোন্সের সেই অধ্যায় দিয়ে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটাব।

## অধ্যায় ১১। তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা

> "আজকের দিনের সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের—'আমরা কী করব?'—উত্তর সাতটি তূরী এবং আজকের বৃহৎ জাতিসমূহের অবস্থানের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে দেওয়া যেতে পারে; কারণ এই উত্তর ঠিক এই ভিত্তির ওপরই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রদান করা হয়েছে।

> "আমরা দেখেছি যে, সাত তূর্যের শেষ তিনটির সঙ্গে তিনটি হায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সাত তূর্যের একেবারে মধ্যভাগে—চতুর্থ তূর্যের সমাপ্তির পরে এবং পঞ্চম তূর্যের সূচনার পূর্বে—লেখা আছে: 'আর আমি দেখিলাম, এবং শুনিলাম, এক স্বর্গদূত আকাশের মধ্যভাগে উড়িতেছে, এবং উচ্চস্বরে বলিতেছে, হায়, হায়, হায়, পৃথিবীনিবাসীদের জন্য, সেই তিন স্বর্গদূতের তূর্যের অবশিষ্ট ধ্বনির কারণে, যাহারা এখনও তূর্য বাজাইবে।' প্রকাশিত বাক্য 8:13।"

> "সাত তূর্যের শেষ তিনটির সঙ্গে যে তিন হায় অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, প্রতিটির সঙ্গে একটি করে, তা সকল প্রশ্নের ঊর্ধ্বে প্রতিপন্ন হয় এই সত্য দ্বারা যে, যখন পঞ্চম দূতের ধ্বনিদান শেষ হয়, তখন লেখা আছে: 'এক হায় গত হইল; আর দেখ, এর পরে আরও দুই হায় আসিতেছে।' প্রকাশিত বাক্য ৯:১২। এবং যখন ষষ্ঠ তূর্য সমাপ্ত হয়, তখন লেখা আছে: 'দ্বিতীয় হায় গত হইল; আর দেখ, তৃতীয় হায় দ্রুত আসিতেছে। আর সপ্তম দূত তূর্যধ্বনি করিলেন।' প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫।"

> "এখন, যে স্বর্গদূত তিনটি হায়ের আগমনের ঘোষণা করে—যা সাতটি তূর্যের শেষ তিনটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর 'তৃতীয় স্বর্গদূত'।"

> "যাতে এটিও সমস্ত প্রশ্নের অতীত নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয়, আসুন আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তৃতীয় দূতের বার্তা দিয়ে শুরু করি, এবং সেখান থেকে এর প্রত্যক্ষ সংযোগগুলোকে তাদের সূচনা পর্যন্ত পশ্চাৎমুখে অনুসরণ করি।"

‘তৃতীয় স্বর্গদূত’-সম্পর্কিত বিবরণে প্রথম শব্দগুলি হলো: ‘আর তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করলেন।’ প্রকাশিত বাক্য ১৪:৯। এটি দেখায় যে, তাঁর আগে কেউ কেউ গিয়েছিল, যাদের তৃতীয় স্বর্গদূত ‘অনুসরণ’ করেছিলেন।

“তাহলে, পূর্ববর্তী পদটি গ্রহণ করুন: ‘আর তাহার পশ্চাতে আরেক দূত অনুসরণ করিল।’ এতে প্রতীয়মান হয় যে, এই দূতের পূর্বেও আর-এক দূত অগ্রসর হইয়াছিল; এবং এই দূত যখন তাহার পশ্চাতে আসে, তখনই সে ‘আরেক’ হয়।”

“এখন আবার ষষ্ঠ পদে ফিরে যাও: ‘আর আমি অন্য একজন দূতকে দেখলাম।’ এটিও এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, এর পূর্বে একজন দূত গিয়েছেন; আর সেই কারণেই তিনি, যখন আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে উড়ে চলছেন, ‘অন্য’ বলে অভিহিত হন।”

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে আরও পশ্চাতে অনুসরণ করলে, আমরা সপ্তম তূর্যধ্বনির দূত ব্যতীত আর কোনো দূতকে পাই না, যতক্ষণ না আমরা দশম অধ্যায়ের প্রথম পদে উপস্থিত হই; এবং সেখানে আমরা পড়ি: ‘আর আমি আর-এক পরাক্রমশালী দূতকে দেখিলাম।’ এই অভিব্যক্তিটি, পূর্বের ন্যায়, এই বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, এর পূর্বে একজন দূত আছেন, এবং যখন এইজন আবির্ভূত হন, তখন সেই কারণেই তাঁকে ‘আর-এক’ বলে উল্লেখ করা হয়।

“আরও পেছনে অনুসরণ করতে করতে, আমরা ষষ্ঠ ও পঞ্চম তূর্যধ্বনির দূতদের ব্যতীত আর কোনো দূতকে পাই না, যতক্ষণ না আমরা অষ্টম অধ্যায়ের শেষ পদে পৌঁছি; আর সেখানে আমরা প্রাথমিকটির কাছে পৌঁছি, কারণ আমরা পড়ি: ‘আর আমি দেখিলাম, এবং এক দূতের কথা শুনিলাম’—‘আর-এক দূত’ নয়, বরং, মূলত, ‘এক দূত।’”

“অতএব, প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩ থেকে শুরু করে, ‘আরেক’ শব্দটির দ্বারা সংযুক্ত এক অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক স্বর্গদূত রয়েছে, যা তাঁর বার্তাসহ প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তৃতীয় স্বর্গদূত পর্যন্ত সরাসরি বিস্তৃত। অতএব:”

“‘আমি দেখিলাম, এবং এক দূতের কথা শুনিলাম।” প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

“‘আর আমি আরেক শক্তিশালী স্বর্গদূতকে দেখলাম।’ প্রকাশিত বাক্য ১০:১।”

“‘আর আমি আর-একজন স্বর্গদূতকে দেখিলাম।’ প্রকাশিত বাক্য 14:6।”

“‘এবং আরেক দূত অনুসরণ করল।’ পদ ৮।”

“‘এবং তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করিল।’ পদ ৯।”

“সম্ভবত নিম্নলিখিত সরল চিত্রটি সাতটি তূরীর শেষ তিনটির তিন দুর্দশার ঘোষণা দানকারী স্বর্গদূত এবং প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার মধ্যকার সংযোগকে স্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করবে:

“প্রথম তূর্যধ্বনি প্রকাশিত বাক্য 8:7”

“২য় তূরী প্রকাশিত বাক্য ৮:৮”

“তৃতীয় তূর্য প্রকাশিতবাক্য 8:10”

“চতুর্থ তূর্য” প্রকাশিত বাক্য ৮:১২ “একজন দূত”—হায়, হায়, হায়। প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

“৫ম তূর্যধ্বনি প্রকাশিত বাক্য ৯:১–১১/ প্রথম হায়”

“৬ষ্ঠ তূর্যধ্বনি প্রকাশিত বাক্য ৯:১৩ থেকে ১১:১৩ দ্বিতীয় ধিক্কার ‘আর এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত।’ প্রকাশিত বাক্য ১০:১”

“৭ম তূর্য প্রকাশিত বাক্য ১১:১৩–১৯ তৃতীয় ধিক্ ‘অন্য এক স্বর্গদূত।’ প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬

“‘আরেকজন অনুসরণ করল।’ প্রকাশিত বাক্য 14:6”

“‘তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করল।’ প্রকাশিত বাক্য 14:9।”

“এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য এখন আরও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যেতে পারে, যখন আমরা বিবেচনা করি তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা প্রকৃতপক্ষে নিজে কী: উপরিভাগে ‘তৃতীয় স্বর্গদূত’ এই অভিব্যক্তিটি স্পষ্টতই তিন স্বর্গদূতের এক ধারাবাহিকতার তৃতীয় জনকে নির্দেশ করে। ইতিপূর্বে যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, বার্তাবাহী এই তিন স্বর্গদূতের ধারাবাহিকতা প্রকাশিত বাক্য-এর চতুর্দশ অধ্যায়ের ৬–১২ পদে পাওয়া যায়। এই তিন স্বর্গদূতের বার্তাগুলি একত্রে মিশে তৃতীয়টির মধ্যে পরিণতি লাভ করে, যা পৃথিবীর শস্য পূর্ণপক্ব না হওয়া পর্যন্ত এবং তা কাটার জন্য প্রভুর আগমনের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত ধ্বনিত হওয়া বন্ধ করে না।”

“তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটি নিজেই, যেমনটি তৃতীয় স্বর্গদূতের বাক্যে ঘোষিত হয়েছে, নিম্নরূপ: ‘আর তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের অনুসরণ করে উচ্চস্বরে বললেন, যদি কেউ সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং তার চিহ্ন নিজের কপালে বা নিজের হাতে গ্রহণ করে, সেও ঈশ্বরের ক্রোধের সেই দ্রাক্ষারস পান করবে, যা তাঁর প্রজ্বলিত ক্রোধের পাত্রে মিশ্রণহীনভাবে ঢেলে দেওয়া হয়েছে; এবং সে পবিত্র স্বর্গদূতদের সম্মুখে ও মেষশাবকের সম্মুখে আগুন ও গন্ধকে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হবে; এবং তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া যুগে যুগে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবে; আর যারা সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে, তাদের দিনরাত কোনো বিশ্রাম নেই। এখানে সাধুগণের ধৈর্য; এখানে তারা আছে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ এবং যীশুর বিশ্বাস পালন করে।’”

“এটিই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, যখন একে অন্য দুইটির থেকে পৃথক অবস্থায় দেখা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, একে পৃথক বলে গণ্য করা যায় না; এবং একে এমনভাবে পৃথক অবস্থায় দাঁড় করানোও যায় না, যেন এটিই একক, স্বতন্ত্র বার্তা, যা জগতের প্রতি নিবেদিত; কারণ এ সম্বন্ধে একেবারে প্রথম কথাগুলিই হলো: ‘তৃতীয় স্বর্গদূত তাহাদের পশ্চাতে গেলে।’ সুতরাং, বার্তাটির নিজস্ব প্রথম শব্দগুলোর দ্বারাই আমাদের কেবল একটির প্রতি নয়, বরং পূর্ববর্তী সেই দুইটির প্রতিও নির্দেশ করা হচ্ছে। আর যে গ্রিক শব্দটি ‘পশ্চাতে গেলে’ বলে অনূদিত হয়েছে, তার অর্থ পৃথকভাবে পশ্চাতে যাওয়া নয়, কিংবা কেবল অনুসরণ করাও নয়, বরং ‘সহযোগে অনুসরণ করা,’ যেমন সৈন্যরা তাদের অধিনায়ককে অনুসরণ করে, অথবা দাসেরা তাদের প্রভুকে; অতএব, ‘কোনো বিষয়ে কারও অনুসরণ করা; নিজেকে পরিচালিত হতে দেওয়া।’ বস্তু বা বিষয়ের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলে, এর অর্থ ফলস্বরূপ অনুসরণ করা; এমন কিছুর ‘পরিণামরূপে অনুসরণ করা, যার পূর্বে অন্য কিছু অগ্রসর হয়েছে।’ অতএব, ব্যক্তিবিশেষের দিক থেকে, তৃতীয় স্বর্গদূত পূর্ববর্তী দুইটির সহিত অনুসরণ করে; এবং তাঁর বার্তাও, একটি বিষয়রূপে, পূর্বে যা গিয়াছে তার ফলস্বরূপ, বা পরিণতিস্বরূপ, অনুসরণ করে।”

“কিন্তু দ্বিতীয়জন সম্বন্ধেও এ কথা লেখা আছে: ‘এবং তার পিছনে আর-এক দূত অনুসরণ করিল।’ তৃতীয় দূত যেমন দ্বিতীয়ের অনুসরণে আসে, তেমনি দ্বিতীয় দূতও প্রথমের অনুসরণে আসে। আর প্রথমজন সম্বন্ধে লেখা আছে: ‘এবং আমি আর-এক দূতকে উড়িয়া যেতে দেখিলাম,’ ইত্যাদি। এই তিনটির ধারাবাহিকতায় তিনিই প্রথম। তাঁহার পর আর-একজন আসে; এবং তৃতীয় দূত তাহাদের অনুসরণে আসে। তাহাদের উদয়ের ক্রমে একটি ধারাবাহিকতা আছে; কিন্তু যখন এই তিনজন পরপর উদিত হইয়া যায়, তখন তাহারা একসঙ্গে একরূপে অগ্রসর হয়। প্রথমজন আপন বার্তা ধ্বনিত করে; দ্বিতীয়জন তাহার পশ্চাতে আসিয়া প্রথমজনের সহিত যুক্ত হয়; তৃতীয়জন তাহাদের অনুসরণ করিয়া আসে, এবং তাহাদের সহিত যুক্ত হয়; যেন, যখন এই তিনজন একত্র যুক্ত হইয়া তাহাদের সম্মিলিত শক্তিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা এক মহাশক্তিশালী, ত্রিবিধ, উচ্চধ্বনিসম্পন্ন বার্তা রূপে পরিগণিত হয়। তৃতীয় দূতের বার্তাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সকলেরই প্রয়োজন; এবং সকলের বার্তা প্রদান ব্যতিরেকে তৃতীয় দূতের বার্তা যথার্থরূপে প্রদান করা যায় না।”

“তবে, তিনগুণ বার্তাটি তার স্বতন্ত্র অংশসমূহে কী?—এখানে প্রথমটি: ‘আর আমি আর-এক স্বর্গদূতকে আকাশমধ্যভাগে উড়িতে দেখিলাম, পৃথিবীনিবাসীদের নিকটে, এবং প্রত্যেক জাতি, বংশ, ভাষা ও লোকের নিকটে প্রচার করিবার জন্য তাহার নিকটে অনন্ত সুসমাচার ছিল; তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, ঈশ্বরকে ভয় কর, এবং তাঁহাকে গৌরব দাও; কারণ তাঁহার বিচারের সময় উপস্থিত হইয়াছে: আর যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলধারাসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারই উপাসনা কর।’”

“এই হল দ্বিতীয়টি: ‘আর তার পশ্চাতে আর-একজন স্বর্গদূত অনুসরণ করে বলল, মহৎ নগরী বাবিল পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে, কারণ সে তার ব্যভিচারের ক্রোধরূপ মদ সকল জাতিকে পান করিয়েছে।’”

“এবং এখানে তৃতীয়টি: ‘আর তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের পশ্চাতে অনুসরণ করল, উচ্চস্বরে বলিয়া, যদি কোনো ব্যক্তি সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং তার কপালে বা তার হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করে, তবে সেও ঈশ্বরের ক্রোধের সেই দ্রাক্ষারস পান করবে, যা তাঁর প্রলয়ের পাত্রে অমিশ্রিতরূপে ঢালা হয়েছে; এবং সে পবিত্র স্বর্গদূতদের সম্মুখে এবং মেষশাবকের সম্মুখে অগ্নি ও গন্ধকে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হবে; এবং তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া যুগে যুগে ঊর্ধ্বে আরোহন করে; আর যারা সেই পশু ও তার প্রতিমূর্তিকে উপাসনা করে, এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে, তাদের দিনরাত্রি কোনো বিশ্রাম নেই। এখানে সাধুগণের ধৈর্য; এখানে তাহারাই আছে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ এবং যীশুর বিশ্বাস রক্ষা করে।’”

এই প্রতিটি বার্তার শব্দবিন্যাসের প্রতি এক দৃষ্টিপাত করলেই গ্রিক শব্দ ‘followed’-এ নিহিত সেই ভাবটি ধরা পড়ে, যার অর্থ ‘পরিণামস্বরূপ অনুসরণ করিল।’ প্রথমটি বহন করে অনন্ত সুসমাচার, প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের নিকট প্রচার করিবার জন্য, সকলকে আহ্বান করে যেন তারা ঈশ্বরকে ভয় করে, তাঁহাকে গৌরব দেয়, এবং তাঁহার উপাসনা করে; কারণ তাঁহার বিচার-সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই বার্তার প্রত্যাখ্যান এমন এক অবস্থার উৎপন্ন করে, যাহা এই প্রত্যাখ্যানের পরিণামরূপে, পরবর্তীকালে অনুসরণকারী দ্বিতীয় দূতের বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর প্রথম বার্তার প্রত্যাখ্যানের কারণে; এবং দ্বিতীয়টিতে ঘোষিত সেই প্রত্যাখ্যানের পরিণামসমূহের কারণে; আরও এক পরিণামরূপে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহা আবশ্যক করে যে তৃতীয় দূত তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিবে, উচ্চ স্বরে ঘোষণা করিবে তাহার সেই ভয়াবহ সতর্কবাণী, যাহা প্রথম

বার্তার প্রত্যাখ্যানের দ্বিগুণ পরিণতিতে উৎপন্ন সেই ভীষণ অনিষ্টসমূহের বিরুদ্ধে উচ্চারিত।

"এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর ও কার্য যে প্রথম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর ও কার্যকলাপের সঙ্গে একীভূত হয়, তা তাঁর সমাপনী বাক্য থেকে স্পষ্ট: 'এখানে তারা আছে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে;' কারণ এটাই সর্বদা অনন্ত সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্য। এটাই ঈশ্বরকে ভয় করা, তাঁকে গৌরব দান করা, এবং 'যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের উন্মেষস্থলসমূহ সৃষ্টি করেছেন,' তাঁর উপাসনা করার সারবস্তু। ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করা এবং যীশুর বিশ্বাস ধারণ করা—একমাত্র এ-ই এমন বিষয়, যা কোনো প্রাণকে তাঁর বিচারের সেই সময়ে স্থির থাকতে সক্ষম করবে, যেটি প্রথম স্বর্গদূত ঘোষণা করেন 'উপস্থিত হয়েছে।'"

তৃতীয় দূতের সমাপনী বাক্যগুলির অব্যবহিত পরেই এই কথা 'শুনিলাম, স্বর্গ হইতে এক বাণী আমাকে বলিতেছে, লিখ, ধন্য সেই সকল মৃত, যাহারা এখন হইতে প্রভুতে মরিয়া থাকে'—এই সময় হইতে অগ্রে। প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৩। আর এর অব্যবহিত পরেই এই বাক্যগুলি আছে, 'আর আমি চাহিয়া দেখিলাম, আর দেখ, এক শ্বেত মেঘ, এবং সেই মেঘের উপরে মনুষ্যপুত্রের সদৃশ একজন উপবিষ্ট আছেন; তাঁহার মস্তকে এক স্বর্ণমুকুট, এবং তাঁহার হস্তে এক তীক্ষ্ণ কাস্তে। আর মন্দির হইতে আর একজন দূত বাহির হইয়া, সেই মেঘের উপরে উপবিষ্ট ব্যক্তির প্রতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, তোমার কাস্তে প্রেরণ কর, এবং শস্য কাট; কারণ তোমার কাটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কারণ পৃথিবীর শস্য পরিপক্ব হইয়াছে। তখন যিনি মেঘের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি পৃথিবীর উপরে তাঁহার কাস্তে প্রেরণ করিলেন; এবং পৃথিবীর শস্য কাটা গেল।' প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৪–১৬। আর 'শস্য কাটাই জগতের শেষকাল।' মথি ১৩:৩৯।

"আবার: তৃতীয় স্বর্গদূত বিশেষভাবে সমস্ত মানুষকে সেই পশু ও তার প্রতিমার উপাসনার বিরুদ্ধে সতর্ক করে, এগুলি যা-ই হোক না কেন; এবং, প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১–২১ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রভু যখন স্বর্গের মেঘমালায় আসেন, তখন সেই পশু ও তার প্রতিমা 'জীবিত' থাকে, এবং তাঁর আগমনের জ্যোতিতে উভয়েই বিনষ্ট হয়।

"এই সত্যগুলি প্রদর্শন করে যে তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এক শক্তিশালী, ত্রিবিধ, উচ্চকণ্ঠ বার্তা, যা প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে প্রত্যেক জাতি ও বংশ ও ভাষা ও লোকসমাজের নিকটে অগ্রসর হয়; এবং যা পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রকে পরিপক্ব করে, এবং প্রভুর জন্য প্রস্তুত এক জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করে, যেমন যোহন বাপ্তাইস্টের বার্তা প্রভুর প্রথম আগমনের জন্য পথ প্রস্তুত করেছিল। অতএব, এটাই জগতের প্রতি ঈশ্বরের শেষ, সমাপনী, বার্তা।"

"এবং এখন, তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাটি স্বয়ং কী—এই সম্বন্ধে এমন একটি বোধ লাভ করার পর, সেই বার্তার সঙ্গে আজকের মহান জাতিসমূহের সম্পর্ককে 'তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার সময়' বিষয়ে একটি বিবেচনার মাধ্যমে আরও উত্তমরূপে অনুধাবন করা যেতে পারে।" A. T. Jones, The Great Nations of Today, 114.